সংবাদ

18 APR 2016
৫ ৪

ঝরে পড়া শিশুদের ঠিকানা শিখন স্কুল

হাফিজুল ইসলাম চৌধুরী, নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে সর্বশেষ পার্বত্য বান্দরবান জেলা। বান্দরবান জেলাধীন সর্ব দক্ষিণ পূর্বে মিয়ানমার সীমান্ত ঘেঁষে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার অবস্থান। এর পশ্চিম ও উত্তরে কক্সবাজারের রামু উপজেলা। আয়তন প্রায় ৪৬৩.৬১ বর্গকিলোমিটার জুড়ে এর অবস্থান। উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন খুবই দুর্গম এলাকায় হওয়ার ফলে অনেক গ্রামে আজও স্থাপিত হয়নি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এতে অনেক শিশু বঞ্চিত ছিল শিক্ষার আলো থেকে। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেও ঝরে পড়া শিশুরা ছিল শিক্ষা বঞ্চিত।

নাইক্ষ্যংছড়ি-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী চাকঢালা ও আশারতলী এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ঝরে পড়া শিশুদেরকে বর্তমানে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে কোডেক কর্তৃপক্ষ। সেভ দ্য সিলড্রেনের কারিগরি সহযোগিতায় ও বেসরকারি সংস্থা কোডেকের বাস্তবায়নে নাইক্ষ্যংছড়ির দূর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩২টি শিখন স্কুল ও শিখন কেন্দ্র। পাহাড়ি এলাকার ঝরে পড়া শিশুরা কোডেকের কল্যানে বই-খাতা হাতে নিয়ে আবারও ছুটছে স্কুলের দিকে। চাকঢালা সীমান্তের বড় ছন খোলা 'শিখন' নামের শিশুশিক্ষা স্কুলে আলাপকালে শিশুদের কেউ বললো ডাক্তার হবে, কেউবা আদর্শ শিক্ষক। কেউ আবার বড় সরকারি অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। অথচ ওরা লেখাপড়া ছেড়েই দিয়েছিল! কিন্তু এখন পড়ালেখায় খুব মনযোগী। বড় ছন খোলা শিখন স্কুলের শিক্ষক সেলিনা আক্তার ও বিদ্যালয়ের সভাপতি এনামুল হক বলেন, পরিবার এবং সমাজের নানা প্রতিকূলতার কারণে এইসব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারেনি। এদেরকে পুনরায় বিদ্যালয়ে এনে মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়াই এই স্কুলের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এই স্কুলের লেখাপড়ায় কী পার্থক্য? প্রতিবেদকের এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, এখানে শিশুদের আনন্দের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয়। স্কুলে বসেই তারা নিজ নিজ পড়া শিখে ফেলে। পাঠদান প্রক্রিয়ায় রয়েছে বিশেষ কৌশল। শিক্ষার্থীরা স্কুলে ছোটদলে-বড়দলে পড়াশুনা করে জ্ঞান আহরণ করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি এরা সঙ্গীত, সাহিত্য, ছবি আঁকা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের মধ্যদিয়ে বহুমুখী জ্ঞান অর্জন করে। শিশুদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া প্রতিটি সরকারি ও জাতীয় দিবসগুলো পালন করা হয় যথাযথভাবে।

স্থানীয় সচেতন মহল বলেন, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ী এলাকা ঠাণ্ডাঝিরি, মাঝের চরা ও বড় ছন খোলা। এসব গ্রামের নিকটে নেই কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের শিশুদেরকে শিক্ষা গ্রহণ গ্রহণ করতে যেতে হয়েছে ২-৪ কিলোমিটার দূরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হাটতে হয়েছে দুর্গম পাহাড়ি পথ। এতে নানা কারণে ও আর্থিক অনটনের সংসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় জীবন শেষ করার আগেই অবশেষে লেখাপড়া বন্ধ রেখে কাজে যোগ দিয়েছিল অনেক শিশু। এসব শিশুদের স্কুলে পাঠানোর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল অভিভাবকরা। দারিদ্র্য আর অভিভাকদের অসচেতনতায় পাহাড়ী অঞ্চলের বহু শিশু একসময় লেখাপড়া ছেড়ে কাজে যোগ দেয়। লেখাপড়া করার চেয়ে নগদ রোজগারটাই অভিভাবকদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। কঠিন বাস্তবতা মেনে নিয়ে অনেকেই ছাড়ে লেখাপড়ার গন্ডি। তবে এখন তারা কোডেক কর্তৃপক্ষের কল্যানে লেখা পড়ায় মনোযোগী হয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু আহমদ বলেন, কোডেক কর্তৃপক্ষ দুর্গম এলাকায় ঝরে পড়া শিশুদেরকে শিক্ষিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমরাও তাদেরকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করছি। কারণ বর্তমান সরকার শিক্ষাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। শিখন স্কুল কার্যক্রমের টিটিএস প্রতিলাল চাকমা জানিয়েছেন, স্কুল পরিচালনায় স্থানীয় কমিউনিটি সব ধরণের সাহায্য করছে। স্কুল ঘর স্থানীয়দের অর্থে তৈরি হয়। তবে স্কুলের খাতাপত্র, বই, কলম কোডেক থেকে দেয়া হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না বলেই প্রত্যন্ত এই পাহাড়ী এলাকায় কাজ করছে শিখন স্কুল। কোথাও শতভাগ আবার কোথাও ৯৯ ভাগ উপস্থিতি রয়েছে এসব স্কুলে। বিশেষ করে টেকনিক্যাল অফিসার প্রাথমিক শিক্ষা মো. আবু সায়িদ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করণে কক্সবাজারে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

> সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না বলেই প্রত্যন্ত এই পাহাড়ি এলাকায় কাজ করছে শিখন স্কুল

কোডেক শিখন কর্মসূচি সূত্র মতে, এই কর্মসূচির আওতায় তিন ধরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে শিখন স্কুল ও শিখন কেন্দ্র। শিখন স্কুলে একটি নির্দিষ্ট কারিকুলাম অনুযায়ী লেখাপড়া হচ্ছে। শিখন কেন্দ্রে রয়েছে ৫ বছর থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে ৩ বছর মেয়াদি প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। কক্সবাজার সদর, রামু ও নাইক্ষ্যংছড়িতে ১০০টি শিখন স্কুল ও ৫৫টি শিখন কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছে কোডেক। তৎমধ্যে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর, সোনাইছড়ি, ঘুমধুম ও বাইশারী ইউনিয়নের বিভিন্ন দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় ২২টি শিখন স্কুল ও ১০টি শিখন কেন্দ্র চালু রয়েছে। এতে করে নাইক্ষ্যংছড়িতে প্রায় সাড়ে সাত'শ শিশু নতুন করে শিক্ষার আলো পাচ্ছে।

কোডেকের চট্টগ্রাম বিভাগের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রতন চক্রবর্তী ও কক্সবাজার সদরের কো-অর্ডিনেটর মো. আজিজুল হক এ প্রতিবেদককে বলেন, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবানের শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার কম। এই বিবেচনায় এই অঞ্চলের শিশুদেরকে স্কুলমুখী করতে এই প্রকল্প নেয়া হয়েছে। কার্যক্রমের ফলে এরইমধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যেসব শিশুরা স্কুলে যেত না, তারা স্কুলে এসে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।